গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-২৬৮

তারিখ: ১৩ আশ্বিন ১৪২৮
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ই-মেইলে (dstraco@rthd.gov.bd) আগামী ০৪/১০/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৮/৯/২০২১
(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

D:\Coordination Metting\Forwading.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় শাখা

আগস্ট ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১
সময় : সকাল: ১০.৩০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম অ্যাপস্)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস্) সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ২৩ আগস্ট'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	২৩ আগস্ট'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার আগস্ট'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	জুলাই'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	আগস্ট'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫	০০	০৫	০০	০০	০০	০৫
সওজ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
বিআরটিএ	১১	০০	১১	০০	০০	০০	১১
বিআরটিসি	৩৪	০৮	৪২	০৩	০১	০৪	৩৮
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৫১	০৮	৫৯	০৩	০১	০৪	৫৫

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ যুগ্মসিচব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগে চলমান ৫টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ০১টি মামলার সিদ্ধান্তের বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশন এর মতামত চাওয়া হয়েছে। ০২টি মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা উপসচিব জনাব দীপঙ্কর মন্ডল ১৫/০৯/২০২১ তারিখে শুনানী গ্রহণ করেছেন এবং অপর ০২টি মামলার ০৯/০৯/২০২১ তারিখে সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	এ বিভাগে চলমান ৫টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী গত ২২/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
বিআরটিএ: জুলাই' ২০২১ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা ছিল ১১টি। আগস্ট'২০২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১টি। ১১টি মামলার মধ্যে ৩টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ১টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে। ১টি মামলায় চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পিএসসি'র মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আদালতে ২টি ও দুদকে ৪টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং তদন্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) তদন্তাধীন মামলা যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'তে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৪টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মামলাগুলো কেইস টু কেইস যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, ক্ষমতা অর্পণের ভিত্তিতে ডিপো ম্যানেজারগণ কিছু কিছু মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়নি। এ ধরণের মামলাগুলোর তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রধান কার্যালয় হতে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিসি'তে অনিষ্পন্ন ৩৪টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ডিপো পর্যায়ে নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রধান কার্যালয় হতে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার আগস্ট'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ	৩২৩১	০৩	৩২৩৪	০০	০০	০০	৩২৩৪
বিআরটিএ	২৬৮	০০	২৬৮	০২	০২	০০	২৬৬
বিআরটিসি	৯৬	০০	৯৬	০০	০০	০০	৯৬
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৩৫৯৯	০৩	৩৬০২	০২	০২	০০	৩৬০০

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। জুলাই'২১ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ছিল ৭০টি। আগস্ট'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমান কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৭০টি। মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। ৭০টি মামলার বর্তমান অবস্থা এবং মামলাগুলো মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের কি ধরণের পদক্ষেপ রয়েছে তার বিস্তারিত আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যানালে জুলাই'২১ মাসে ১ম শ্রেণির মামলা ছিল ১৬টি। আগস্ট'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৬টি (সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, জুন'২১ মাসে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৭টি। জুলাই'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৭টি তন্মধ্যে সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ'র ০৫টি। প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে চলমান মামলাগুলো Physicaly দেখে কোনটি কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং কোনো মামলায় যদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়ে থাকে সেগুলোর বিষয়ে প্রশাসন শাখা ও আইন শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য প্যানেল আইনজীবীদের সাথে নিবীড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং ৭০টি মামলার বর্তমান অবস্থা এবং মামলাগুলো মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের কি ধরণের পদক্ষেপ রয়েছে তার বিস্তারিত আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) (১) প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে চলমান মামলাগুলো Physicaly দেখতে হবে। (খ) (২) কোনো মামলায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে প্রশাসন শাখা ও আইন শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন) উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, সওজ'র জুলাই'২১ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩২৩১টি। আগস্ট'২১ মাসে ৩টি মামলা রুজু হওয়া বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩৪টি। দায়েরকৃত নতুন মামলাগুলোর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ৩২৩১টি মামলার মধ্যে সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো বাছাই করে সেগুলো পরিচালনা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশল, সওজ-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, চালমান মামলাগুলোতে প্রতিদন্দ্বিতা অব্যাহত রাখা এবং নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সেপ্টেম্বর'২১ মাসে সভা করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) দায়েরকৃত ৩টি নতুন মামলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (ক) (২) সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো বাছাই করে সেগুলো পরিচালনা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	

[illegible]	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) সভাপতি মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি অবহিত করেন, মামলার নাম্বার, কোর্ট এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে বিষয়টি মনিটর করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। আগামী অক্টোবর'২১ মাসের মধ্যে সড়ক বিভাগভিত্তিক মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (গ) মোটরযানে ওভার লোড নেয়ার ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় বিগত ৩-৪ বছরে কতগুলো মামলা হয়েছে এবং মামলাগুলোর নাম্বার, কোন কোর্টে, কোন অবস্থায় আছে, মামলার আর্জিসহ বিশদ বিবরণ আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এধরণের মামলাগুলো এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে তদারকি করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। ওভার লোডের ফলে সৃষ্ট দুর্ঘটনার যথাযথ প্রমাণাদি যেমন ভাঙ্গা ব্রীজের ছবি, নম্বরসহ গাড়ির ছবি, সাইনাবোর্ডের ছবিসহ ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জন্য সভাপতি পুনরায় প্রধান প্রকৌশলীসহ সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক)(৩) চলমান মামলাগুলোতে প্রতিদন্দ্বিতা অব্যাহত রাখা এবং নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সেপ্টেম্বর'২১ মাসে সভা করতে হবে। (খ) আগামী অক্টোবর'২১ মাসের মধ্যে সড়ক বিভাগভিত্তিক মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ করতে হবে। (গ) (১) ওভার লোডের ফলে বিগত ৩-৪ বছরে বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় কতগুলো মামলা হয়েছে এবং মামলাগুলোর নাম্বার, কোন কোর্টে কোন অবস্থায় আছে মামলার আর্জিসহ বিশদ বিবরণ আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে মন্ত্রণলয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) (২) মামলাগুলো এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ মনিটর করবেন। (গ) (৩) ওভার লোডের ফলে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রমাণাদিসহ ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ উপসচিব (আইন)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, পেন্ডিং ২৬৮টি মামলার মধ্যে আগস্ট'২১ মাসে ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৬৬। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। চলমান মামলার মধ্যে ৯১টি দীর্ঘ পেন্ডিং রিট মামলা রয়েছে। আইন উপদেষ্টা/আইনজীবীদের সাথে ইতোমধ্যে সভা করা হয়েছে। ২ জন আইনজীবীকে মামলাগুলো ক্যাটাগরী করে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আইনজীবীদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে আদালতের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। মামলায় প্রতিদ্বিন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত এবং আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সভা করার বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	মামলায় প্রতিদ্বিন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত এবং আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সভা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জুলাই'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৬টি। আগস্ট'২১ মাসে এবং কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৬টি। মামলাগুলো কোনটি কোন আদালতে এবং কি পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে কেইস টু কেইস নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ৯৬টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আপীল বিভাগের ৭টি, মহানগর হাকিম আদালতে ১০টি, সার্টিফিকেট আদালতে ১০টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ৯৬টি মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং আপীল বিভাগের ৭টি, মহানগর হাকিম আদালতে ১০টি, সার্টিফিকেট আদালতে ১০টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদাহ এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণে স্থানীয় কিছু লোক তাদের জায়গা দাবী করে বাধা দেয়। এ বিষয়ে জজকোর্টে মামলাও রয়েছে। জায়গাটি সওজ অধিদপ্তর থেকে বিআরটিসিকে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। সভাপতি বিষয়টি ভাল করে জেনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে অনুরোধ করেন।	(খ) বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণে জটিলতা এবং মামলার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ০৪টি বিচারাধীন মামলা রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট, ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০১	০১	-	০২	-	০২
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৯৯	১১৩০	৫,৬৫৯	৬১০	-	৭,৩৯৯	০৩	৭৩৯৬
বিআরটিসি	১২৩৮	১৭৮	৯৬৯	৯১	-	১২৩৮	-	১২৩৮
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৭	০৭	১০	-	-	১৭	-	১৭
ডিএমটিসিএল	১০	০২	০৮	-	-	১০	-	১০
মোট	৮,৯৪৬	১,৩৬৩	৬,৮৮১	৭০২	-	৮,৯৪৬	০৩	৮,৯৪৩

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান যে, জুলাই'২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯৪৬টি। আগস্ট'২১ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ০৩টি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯৪৩টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) এ বিভাগে দীর্ঘ পেন্ডিং ২টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি (খসড়া) প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার ও ১টি (অগ্রিম) যানবাহনে গ্যাস ও জালানী তেল বাবদ খরচের হিসাব সংক্রান্ত লগবই না পাওয়া। খসড়া আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর হতে পিএ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রিম আপত্তিটির ওপর আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হয়েছে।	(ক) (১) এ বিভাগের ২টি (১টি অগ্রিম ও ১টি খসড়া) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রখতে হবে। (ক) (২) অগ্রিম আপত্তিটির ওপর অনুষ্ঠেয় ত্রি-পক্ষীয় সভায় প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ উপস্থিত থাকতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(খ) বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের লক্ষ্যে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। আগস্ট মাসে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা ও ১টি দ্বি-পক্ষীয় সভা করা হয়েছে। এছাড়া, সেপ্টেম্বর'২১ মাসে ৬, ১৫ ও ১৬ তারিখে ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২৬ সেপ্টম্বর'২১ তারিখে আরো ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, সাধারণ, অগ্রিম ও খসড়া কতগুলো আপত্তি রয়েছে তার সঠিক তথ্য প্রেরণের জন্য ইতোপূর্বে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থাকে পত্র দেয়া হয়েছিল। বিআরটিসি ও সওজ অধিদপ্তর হতে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫৩২২টি। অডিট আপত্তির এ সংখ্যা সঠিক কিনা তা ভাল করে যাচাই করা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ভাল করে যাচাই-বছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যায়ন সহ আগামী ১০ অক্টোর ২০১৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ভাল করে যাচাই-বছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যায়ন সহ আগামী ১০ অক্টোরর ২০২১ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান বিআরটিএ'র ২৮০টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। তবে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় ৭৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হলেও অডিট অধিদপ্তর হতে নিষ্পত্তির বিষয়ে এখনও কোনো মতামত/সিদ্ধান্ত দেয়নি। ৭৩টি অডিট আপত্তির অবস্থা জানার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ঘ) নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান ৭৩টি অডিট আপত্তির সর্বশেষ অবস্থা জানতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২৩৮টি। তন্মধ্যে সাধারণ আপত্তি ১৭৮টি, অগ্রিম আপত্তি ৯৬৯টি ও খসড়া আপত্তি ৯১টি। ইতোমধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে মার্চ-জুলাই'২১ এর মধ্যে ৫৬টি অডিট আপত্তির কার্যপত্র এবং ০৭টি অগ্রিম (এসএফআই) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় ও দ্বি-পক্ষীয় সভায় আয়োজনের জন্য মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট), জানান আগামী ৩০/০৯/২০২১ তারিখে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভার তারিখ নির্ধারিত আছে। আরো সভা আয়োজনের জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঙ) ত্রি-পক্ষীয় ও দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(চ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, ১৭টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। তন্মধ্যে DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৩/০২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী ডিটিসিএ হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়ার পর ফাপাডে প্রেরণ করা হয়। ফাপাড হতে কোনো মতামত পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(চ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ছ) প্রকল্প পরিচালক (লাইন-৬), ডিএমটিসিএল জানান, ১০টি অডিট আপত্তি মধ্যে ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য প্রকল্প পরিচালক মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান।	(ছ) ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		১৮	৬	২৪	২	২২	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১৫	১৭	৫	১২		
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১২	১২	-		
বিআরটিসি		২৬০	২	২৬২	-	২৬২	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৯৪	২২	৩১৬	১৯	২৯৭	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সওজ অধিদপ্তর: (ক) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির নিমিত্ত অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন চেয়ে অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান- জনাব খালেকুজ্জামান এর ৯টি আপত্তির মধ্যে ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সাথে যোগাযোগ করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেছেন। এছাড়া অডিট অপত্তির কারণে সাময়িক পেন্ডিং ২২টি পেনশন কেইসের অবস্থা ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে সভায় উপস্থাপন করা হয়। এতে দেখা যায় আনেকগুলো অডিট আপত্তিই ত্রি-পক্ষীয় সভা বা ব্রডশীট জবাবের আলোকে পুন:জবাব অডিট অধিদপ্তর হতে চাওয়া হয়েছে কিন্তু সওজ অধিদপ্তর হতে পুন:জবাব না দেয়ায় এগুলোর বিষয়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছেনা। সওজ অধিদপ্ত হতে পুন:জবাব পেলে তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। পুন:জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (ক) (২) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইসের নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (৩) অডিট আপত্তির পুন:জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন করে রিপোর্ট প্রদান অব্যহত রয়েছে।	(খ) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	
খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে অগ্রাধিকার বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। কারো বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি ও মামলা রয়েছে কিনা গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের পূর্বে তা যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/সহকারী সচিব (বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, পেনশন কেইস যথাসময়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আগস্ট'২১ মাসে পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। বর্তমানে কোনো পেনশন কেইস পেন্ডিং নেই। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, পেনশন কেইস পেন্ডিং রয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করে দেখা প্রয়োজন। এছাড়া, যারা পিআরএল শেষ করে অবসরে যাচ্ছেন তাদের তথ্য সমন্বয় সভার অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) পেন্ডিং কোনো পেনশন কেইস রয়েছে কিনি তা ভাল করে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে। (খ) যারা পিআরএল শেষ করে অবসরে যাচ্ছেন তাদের তথ্য সমন্বয় সভার অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮'-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ টি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং শেষে ১৮/০৯/২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করেছে। কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ সংশোধন/পরিমার্জন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য বিধিমালা ১০ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিধিমালাটি পরবর্তী বোর্ড সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে বোর্ডের সদস্য পদে বুয়েটের ১ জন অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির ১ জন প্রতিনিধির মনোনয়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রতিনিধির নাম প্রেরণের জন্য বুয়েট ও বিআরটিএতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২ জন প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রাপ্তির পর ১১তম বোর্ড সভার আয়োজন করা হবে। বুয়েট ও মালিক সমিতির সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত প্রতিনিধি মনোনয়ন সম্পন্ন করে বোর্ড সভা আয়োজনের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	বুয়েট ও মালিক সমিতির সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত প্রতিনিধি মনোনয়ন সম্পন্ন করে বোর্ড সভা আয়োজন করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ জানান বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা ২০২০ অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের বিষয়ে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সওজ নন-গেজেটেড শাখা হতে কর্মপরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে মতামত দিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করার জন্য উপসচিব (টোল ও এক্সেল)-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টীম প্রধানগন সড়ক পরিদর্শন কালে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি দেখবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সওজ কর্তৃক পরিচর্যা ও পরিদর্শন অব্যাহত রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সওজ কর্তৃক প্রণীত বৃক্ষরোপন কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে মতামত দিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করতে হবে। (খ) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টীম প্রধানগন সড়ক পরিদর্শন কালে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি দেখবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন (খ) (৩) এ বিষয়ে মনিটরিং টীম প্রধানদের নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করতে হবে	উপসচিব (টোল ও এক্সেল) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ মনিটরিং টীম প্রধান (সকল) যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
৮.	**সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন দাখিল:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন টীম কর্তৃক সমন্বয় টীমের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। করোনা ও বিভিন্ন কারণে টীমের পরিদর্শন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হলেই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	পরিদর্শন টীম কর্তৃক সমন্বয় টীমের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
৯.	**সওজ এর প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত:** উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ২০২১-২২ এর ওপর ০৭/০৯/২০২১ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সকলের মতামতের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয় প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে	সংশোধিত/পরিমার্জিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন এ বিভাগের মাসিক সভায় সভাপতি মহোদয় প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন।		
১০.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত আগস্ট, ২০২১ মাসের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে পূর্বের মাসের থেকে কোনো অগ্রগতি নেই। এ বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় জানান, রেকর্ডভুক্তি ও নামজারি একটি চলমান ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে প্রতিটি সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সকল ধরণের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ অব্যাহত আছে। কিছু কিছু সড়কের গেজেটের কপি না পাওয়া নামজারির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার অনেক সড়কের রেকর্ড ব্যক্তিমালিকানায় হওয়ায় নামজারি করা যাচ্ছেনা। রেকর্ডভুক্ত ও নামজারির প্রচেষ্টা অ্যবাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয় এবং নামজারির ক্ষেত্রে বড় ধরণের কোনো সমস্যা ও দীর্ঘ- সূত্রিতা থাকলে তা মন্ত্রণালয়েকে অবহিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। (খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, নামজারির বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সার্কুলার রয়েছে। সার্কুলারটি সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্কুলারের কপি সকল সড়ক বিভাগ ও প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ সার্কুলারের কপি সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ এবং এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি ফলোআপ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করার জন্য সকল সড়ক বিভাগকে পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে। সড়ক জোন ও সড়ক বিভাগ হতে এ বিষয়ে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া সওজ সম্পত্তি হেফাজত, ব্যবস্থাপনা, ব্যহত না হওয়ার বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য সভাপতি তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য প্রেরণ করতে হবে। (ক) (২) নামজারির ক্ষেত্রে বড় ধরণের কোনো সমস্যা ও দীর্ঘ-সূত্রিতা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (খ) নামজারির বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সার্কুলারের কপি সকল সড়ক বিভাগ ও প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করতে হবে এবং এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। (গ) (১) সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং নির্দেশনার আলোকে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) (২) সওজ'র সম্পত্তির হেফাজত, ব্যবস্থাপনা, ব্যহত না হওয়ার বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ডেমরা স্টাফ কোয়াটার মোড় সংলগ্ন সড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ২১টি টং দোকান ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ০.২০ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৫(পাঁচ) কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জানান গত ১১, ১২, ১৭, ১৮ আগাস্ট ২০২১ তারিখে ঢাকা জোনের আওতায় বিভিন্ন সড়ক বিভাগে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১৬১টি অবৈধ স্থাপনা, ১৪টি বিলবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১৬৯.৭৬ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৬ কোটি ২১ লক্ষ ৪ হাজার ৬ শত টাকা।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (খুলনা) অসুস্থ থাকায় কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জানান, গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখ বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক (আর-১৫২)এর ২৯তম কিলোমিটারে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)-এর আওতায় বড়বিল কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ছাদ যুক্ত পাকা ওজু খানা অপসারণ করা হয়। এতে করে ১.৫৩ শতাংশ ভূমি/ জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা আরো অবহিত করেন বিভিন্ন সড়ক বিভাগে গেজেটের কপি, এলএ কেইসেইসের পজেশন সার্টিফিকেট, মৌজা ম্যাপ ইত্যাদি না থাকায় নামজারি ও মামলা পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল উপকরণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয়হতে পত্র দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান, এ প্রসংগে সভাপতি জানান, প্রতিটি সড়ক বিভাগের আওতাভুক্ত জাতীয়, জেলা ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির মৌজা ম্যাপ প্রতিটি সড়ক বিভাগের অফিসে নির্ধারিত একটি রুমে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ভূমি পরিমাপে সার্ভেয়ারদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপরকণ যেমন, মৌজা ম্যাপ, ফিতা, শিকল, কম্পাসসহ অনান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীসহ সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রতিটি সড়ক বিভাগের আওতাভুক্ত জাতীয়, জেলা ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির মৌজা ম্যাপ প্রতিটি সড়ক বিভাগের অফিসে নির্ধারিত একটি রুমে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) ভূমি পরিমাপের জন্য সার্ভেয়ারদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপরকণ যেমন, মৌজা ম্যাপ, ফিতা, শিকল, কম্পাসসহ অনান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	সড়কে রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ: সভাপতি অবহিত করেন, সওজ এর সম্পত্তি রক্ষা এবং দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়ক আইন অনুসরণে সড়কের রাইট অফ ওয়ে চিহ্নিত করে সীমানা ফলক দেয়া এবং রাইট অফ ওয়ের ৩৩ ফুটের মধ্যে যাতে কেউ কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা গাছ রোপন না করে সে জন্য বিভিন্ন ধরণের সাইন বোর্ড/বিজ্ঞপ্তি/প্রচার প্রচারণা/মাইকিং করা প্রয়োজন। বিগত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন সড়ক বিভাগ/জোন/সার্কেল হতে কি ধরণের প্রচার-প্রচারনা চালানো হয়েছে এ বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের উইং) জানান গত বছরের ডিসেম্বর এবং এ বছের জানুয়ারিতে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি (বাংলা ও ইংরেজী) প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়টি স্থানীয় পত্রিকায় ও সাইন বার্ডো আকারে তৈরী করে প্রচার-প্রচরনা করার জন্য সকল সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিগত সময়ে সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পার্যায়ে কি ধরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার তথ্য এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রাকাশিত বিজ্ঞপ্তির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, এ ধরণের প্রচার প্রচারণা ও কাজের আগ্রগতি বিষয়ে মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে একটি সভা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মহাসড়ক আইন অনুসরণে সড়কের রাইট অফ ওয়ে চিহ্নিত করে সীমানা ফলক স্থাপন নিশ্চিতকরতে হবে। (খ) রাইট অফ ওয়ে'র ৩০ ফুটের মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা গাছ রোপন না করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সাইন বোর্ড/বিজ্ঞপ্তি/প্রচার প্রচারণা/মাইকিং অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) বিগত সময়ে প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পার্যায়ে কি ধরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার তথ্য এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রাকাশিত বিজ্ঞপ্তির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) প্রচার প্রচারণা ও কাজের আগ্রগতি বিষয়ে মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে সভা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব(এস্টেট) অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১.	**মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান- (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। আগস্ট '২১ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২,১০০টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ২০,৮১,৫০০/- (বিশ লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত একুশ টাকা) জরিমানা আদায়সহ ৩টি গাড়ি ডাম্পিং ষ্টেশনে এবং ১১ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেলের ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার বিষয়টি অব্যাহত রয়েছে। আগস্ট'২১ মাসে ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক ৩১টি মামলায় ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। (গ) (১) সহকারী সচিব বিআরটিএ জানান, অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক এবং এ জাতীয় অটোরিক্সা নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন গত ০৬/০৬/২০২১ তারিখ পাওয়া যায়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশমালার প্রায়োগিক দিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গত ০১/০৯/২০২১ তারিখে অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হবে। (গ) (২) সহকারী সচিব বিআরটিএ জানান, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় আনা হবে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটর সাইকেলের ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (১) বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সুপারিশমালার প্রায়োগিক দিক যাচাই বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সভা আহবান করতে হবে। (গ) (২) মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় আনতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	সওজ অধিদপ্তর এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ৭৩ ধারা এবং Highway Act-1925 এর ৪ ও ৫ ধারা মোতাবেক গত ২-৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে ঢাকা জোনের আওতাধীন গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর ও কোনাবাড়ী এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২৭,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশল, সওজ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১২.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** (ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৫৫টি সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং স্ক্র্যাপ মালামালের সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট সম্পন্ন করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। মূল্যায়ন শেষে আগামী ১ মাসের মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। (খ) ইতোমধ্যে অধিকাংশ সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।	(ক) ১০টি সড়ক বিভাগের দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করে আগামী ১ মাসের মধ্যে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে (খ) দ্রুত সময়ের মধ্যে শেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আগস্ট'২১ মাসে ৬টি অভিযোগ পাওয়া যায় ৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টির মধ্যে ২টির জবাব পাওয়া গিয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপর ১টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বিআরটিএ'তে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, জানান, প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সন্তোষজনক জবাব প্রদানের মাধ্যমে শিঘ্রই অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হবে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	Public Service Innovation: (ক) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটির কার্যক্রম গত ০৮/০৯/২০২১ তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ্যাপসের বিষয়ে পর্যবেক্ষণকারী কর্মকর্তাদের মতামত/সুপারিশ লিখিতভাবে এ বিভাগের সচিব ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর দাখিলে জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ এ্যাপসটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকারী কর্মকর্তাদের মতামত/সুপারিশ লিখিতভাবে এ বিভাগের সচিব ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ কর্তৃক যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়ে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হতে কিছুটা সময় লাগছে। আগামী দু/এক মাসের মধ্যেই কাজ শুরু করা যাবে মর্মে আশা করা যায়। কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ শেষ করে যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম শুরু করতে হবে।।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রচারণার কাজ অব্যাহত আছে। কতগুলো আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং কতগুলো ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে স্বয়ক্রিংভাবে আবেদন বাতিল হওয়ার অপশন চালু করার বিষয়টি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিটিসিএ'র প্রতিনিধিকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(গ) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে স্বয়ক্রিংভাবে আবেদন বাতিল হওয়ার অপশন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) সভাপতি অবহিত করেন এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় এ পর্যন্ত কতগুলো ইনোভেশন আইডিয়া নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল আইডিয়ার বাস্তবায়ন কোন পর্যায়ে রয়েছে। কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা, সমস্যা উত্তরণে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্যসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও আইডিয়াসমূহ ফলোআপ করার জন্য এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়:	(ঘ) (১) এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় এ পর্যন্ত কতগুলো ইনোভেশন আইডিয়া নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল আইডিয়ার বাস্তবায়ন কোন পর্যায়ে রয়েছে। কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা, সমস্যা উত্তরণে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্যসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (২) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও আইডিয়াসমূহ ফলোআপ করার জন্য এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠন করা হল: ১. জনাব মনীন্দ্র কিশোর মুজমদার, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-আহবায়ক ২. জনাব গৌতম চন্দ্র পাল (যুগ্মসচিব), মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব-সদস্য	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		৩. ড. সৈয়দা সালমা বেগম, উপসচিব [ডিএফডিপি (ইস্ট)]-সদস্য ৪. জনাব মোঃ আবু নাছের, উপসচিব (আইন)-সদস্য ৫. জনাব ফারজানা জেসমিন, উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)-সদস্য সচিব (ঘ) (৩) কমিটি গঠনের আদেশ জারি করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	এছাড়া, ইনোভেশন আইডিয়া নিয়ে একটি প্রকাশনা প্রণয়নের জন্য এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (ঙ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	(ঘ) (৪) ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রণয়ন করতে হবে। (ঙ) ২০২০-২১ অর্থবছরের দপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ডি-নথির সিস্টেম চালু ও বাস্তাবায়ন এবং ই-নথি কার্যক্রম সমস্যা সমাধানের বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, a2i এর প্রতিনিধি জানান যে ৩২টি বিভাগ/সংস্থায় ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ডি-নথির সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান থাকায় ই-নথির কার্যক্রমে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।	ডি-নথি সিস্টেম চালু ও বাস্তবায়ন এবং ই-নথি কার্যক্রমের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৪.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) এবং উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়	ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: সহকারি সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে এ বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক ০৫/০৪/২০২১ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গত ০৭/০৬/২০২১ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-কে পত্র দিয়ে এ বিভাগে অনুলিপি দিয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এর টোল আদায় কার্যক্রম Intelligent Transport System (ITS) পরিচালনা এবং এক্সপ্রেসওয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একক উৎসভিত্তিক পরামর্শক (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে Service Provider নিয়োগের নীতিগত অনুমোদনের প্রস্তাব গত ১৯/০৮/২০২১ তারিখে অর্থনৈতিক ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে ০১/০৯/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির মতামত সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।	(১) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত মতামত যাচাই বাছাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে 'পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের পার্কিং সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে দাখিলকৃত খসড়া নীতিমালা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে গত ১৯/০৭/২০২১ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পত্র জারী করা হয়েছে। টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরির জন্য সওজ কর্তৃক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে।	(৩) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ২৫/০৮/২০২১ তারিখে দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে টাইম লাইন নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। সভাপতি অবহিত করেন, এতদবিষয়ে এ বিভাগে একাধিক মনিটরিং টীম রয়েছে। গঠিত মনিটরিং টীমের আহবায়ক ও সদস্যদের আন্তরিকতার সাথে নির্ধারিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করেন। একই সাথে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকতার সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	ঙ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে নিবীড় পর্যবেক্ষণ, তদারকি, সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সওজ অধিদপ্তরের ১০টি সড়ক জোনে এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি কাজ করছে। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/উপসচিব (জিএফডিপি)
	চ. ভিডিও চিত্র নির্মাণ: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ভিডিও চিত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের নির্দেশমত স্ক্রিপ্ট চূড়ান্ত করে খসড়া ভিডিও নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	এ বিভাগের কার্যক্রমের ওপর ভিডিও চিত্র নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ছ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পুরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৪টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ১১টি, ৩য় শ্রেণির ২১টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ১১টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির ১২টি, ৪র্থ শ্রেণির ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত ১৬/০৪/২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পুনরায় পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হবে। বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় উক্ত নিয়োগ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে নিয়োগ কোডে অর্থ বরাদ্দের জন্য গত ০৬/০৯/২০২১ তারিখে বাজেট শাখায় ইউ.ও নোট দেয়া হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার পর লিখিত পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হবে। সম্প্রতি পদোন্নতি প্রদান করায় ৩য় শ্রেণির ০৭টি ও ৪র্থ শ্রেণির ২টি পদ শূন্য হয়েছে, যা পূরণের বিষয়ে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শূন্যপদ পূরণে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। **ডিটিসিএ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৯টি পদ শূনয রয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডের ৯টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি পদে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়া পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ১৬-১৭ গ্রেডভুক্ত ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৪ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে। ১২ জন কর্মচারি ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ নতুনভাবে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী ফরম পূরণপূর্বক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) /নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫৩৬টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। পার্চেজ অফিসার ৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত ০৯/০১/২০২০ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে ৭৯৭টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। আবেদন যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ১০৪ জন চালক নিয়োগের লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই শেষে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট শূন্য পদের মধ্যে ইতোমধ্যে জুন ২০২১ মাসে ২০টি পদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১০টি পদের নিয়োগের নিমিত্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ১০টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ০৭/০৯/২০২১ তারিখে ডিপিসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫৩৪টি শূন্য পদ রয়েছে ১ম শ্রেণির ১৮০টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর (২৮+২১)=৪৯টি পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নন ক্যাডারভুক্ত (সহকারী বৃক্ষপালনবিদ, সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার) ৪টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ২১৭টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিসারের ১৫টি পদ মহা হিসাব রক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসারের ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৬৯২ টি পদের মধ্যে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৫টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, সার্ভেয়ার এর ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৪১৪টি পদের মধ্যে- অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, আউট সোর্সিং ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদগুলো পূরণের যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	ঞ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** এ বিষয়ে ক্রম ১১(গ)-তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।	এ বিষয়ে ক্রম ১১(গ)-তে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনরায় পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর গত ১৩/০৭/২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুণর্গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, সড়কটি জি-টু-জি (পিপিপি) এর আওতায় নির্মাণের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করছে। সমীক্ষা কাজটি ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হবে।	চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। চরসিন্দুর সেতুতে বিগত ০৯/০৯/২০২১ তারিখে ETC চালু করা হয়েছে।	(ক) অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে অ্যাপসভিত্তিক ETC স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্তে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও Online এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৪,৭৪১টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট প্রতিবছর নবায়নযোগ্য। ১৩টি রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি নবায়ন করেছে বাকী ৯টি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেয়া সত্ত্বেও অদ্যবদি নবায়ন করেনি। যেসকল প্রতিষ্ঠান নবায়ন করেনি তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিষয়টি মেট্রোপলিটন পুলিশকে অবহিত করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং বিজ্ঞপ্তিতে ভাড়ার বিষয়ে জনসাধারণের অভিযোগ দাখিলের ফোন নাম্বার ও ওয়েব সাইটের ঠিকানা উল্লেখ করার জন্যও চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কতগুলো মোটরযানকে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (ক) (২) নবায়ন না করা ৯টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিষয়টি মেট্রোপলিটন পুলিশকে অবহিত করতে হবে। (ক) (৩) অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং বিজ্ঞতিতে ভাড়ার বিষয়ে জনসাধারণের অভিযোগ দাখিলের ফোন নাম্বার ও ওয়েব সাইটের ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। (ক) (৪) কতগুলো মোটরযানকে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হযেছে তার তথ্য ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(খ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ডিটিসিএডি'র প্রতিনিধি জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ প্রণীত সখড়াটি আরও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে সংশোধন পূর্বক পুনরায় ১৫/০৯/২০২১ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে খসড়া আইনটি পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়	সংশোধনকৃত খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর ওপর পববর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/০৯/২০২১
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব